শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৬ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

চসিক স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভায় সিটি মেয়র

শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন বাস্তাবায়নে শিক্ষকগণ হচ্ছেন নিরাময় শক্তি। কারণ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে শিক্ষার গুনগত মান, আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। ব্যক্তি জীবনে হতে হবে নীতিবান কারণ নীতিবান শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলা। আমাদের শিক্ষকদের এমন হতে হবে যার থেকে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরনা পান এবং এই অনুপ্রেরনার মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা আলোর পথ খুঁজে পাবে। আজ রবিবার সকালে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতির বক্তব্য তিনি এ আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেমন প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহারের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন মেয়র একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমা, সাবেক কাউন্সিলর হাজী জয়নাল আবেদীন, অধ্যক্ষ ইসমত আরা বেগম, প্রধান শিক্ষক মো. আবু তৈয়ব, দীপা চৌধুরী, মৌলনা মাহমুদুর রহমান, মো. কামরুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনু।

মেয়র আরো বলেন, শিক্ষর্থীদের শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করলে হবে না। সুশিক্ষিত জাতি গঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সপ্তাহে একদিন সংস্কৃতি, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে একদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচলনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরিচালনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করেন। মেয়র নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের সমস্যগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে বলে পরিচালনা পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন।

জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (রঃ) ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র

আত্মমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী ট্রাস্ট

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী ছিলেন একজন সুফি সাধক ও অলিয়ে কামেল। সুফি ধ্যান, মুরাকাবা ও দীর্ঘ দিন যাবত সমস্ত জাগতিক মিলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও সাধারন গরীব দূঃখী মানুষের প্রতিনিয়ত কাজ করে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে ভক্তগণ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (রঃ) ট্রাস্ট গঠন করে মানুষের সেবায় মানবতার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিগত কোভিড মহামারির সময় এই ট্রাস্টের উদ্যোগে যে সেবা প্রদান করেছে তা কখনো ভূলার নয়। প্রকৃত পক্ষে তারা আর্তমানবতার সেবা কাজ করে যাচ্ছে। আজ রবিবার বিকেলে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (রঃ) ট্রাস্টের উদ্যোগে সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

এতে বক্তব্য রাখেন-মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. ইলিয়াছ, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য এইচ.এম আলী আব্রা, ট্রাস্ট সদস্য এ আই এম জাফর, তনীভর হোসাইন, এডভোকেট জিন্নাত সোহানা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বিবহযোগ্য মেয়ের পিতা-মাতা, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিদেশ গমনার্থীসহ বিভিন্ন অসহায় ও গরীব দুঃখীর মাঝে দশ লক্ষ টাকার অনুদান বিতরণ করেন।

ছিদ্দিকুল ইসলামের মৃত্যুতে
সিটি মেয়রের শোক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বিশিষ্ট পরিবহণ শ্রমিক নেতা ও সমাজ সেবক ছিদ্দিকুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছেন। তিনি এক শোক বার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

চসিক স্বাস্থ্য বিভাগ ও আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস
ডেলিভারী প্রকল্পের ভ্যাকসিনেটর ও নার্সদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগ ও আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের অংশীদারি চুক্তির আওতায় কর্মরত হেলথ ওর্য়াকার, ষ্টাফ নার্স, মিডওয়াইফ, মাঠকর্মী, ভ্যাকসিনেটর, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যান সহকারী, স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যাচ অনুযায়ী আজ রবিবার সকালে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী এন্ড ম্যাট্স কার্যালয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রকল্প প্রধান ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ইমাম হোসেন রানা, জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্তী, ডাঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডাঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ জুয়েল মহাজন, ডাঃ মোঃ মুজিবুল আলম চৌধুরী, এসআইএমও ডাঃ সরওয়ার আলম, প্রজেক্ট অফিসার আনসার আহমেদ ও মোঃ আরিফুর রহমান প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, মা ও শিশুর জীবন রক্ষায় ইপিআই কর্মসূচী জনমুখী ও স্বাস্থ্য সেবামূলক কাজ, যা আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত। তিনি জানান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল সরকারী, বে-সরকারী সংস্থার সহযেগিতায় ইপিআই কার্যক্রমগুলো নগরীরর ৪১টি ওয়ার্ডে ০৭টি ইপিআই জোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। ইপিআই সদর দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণে ইপিআই কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মতর্কা কোভিড-১৯ এর কারনে দীর্ঘ দুই বছর আমরা শিশু টিকা প্রাপ্তির হার শতভাগ অর্জন করতে পারেনি। যার কারনে কিছু কিছু লেপট আউট ও ড্রপ আউট রয়েছে। প্রতি ঘরে-ঘরে ও মহল্লায় গিয়ে বাদ পড়া শিশুদের খুজে বের করে টিকা প্রদানের আওতায় আনার জন্য সকল স্বাস্থ্য কর্মীদের নির্দেশনা দেন। তিনি এই প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রয়োগ করে ইপিআই কর্মসূচীকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ১০০ জনের অধিক ষ্টাফ নার্স, মাঠকর্মী ও ভ্যাকসিনেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩